তারিখ 1 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সংবাদ

১৩১ বছরেও মে দিবসের আদর্শ বাস্তবায়িত হয়নি

সেবিকা দেবনাথ

দেশে কল-কারখানা এবং শ্রমিকের সংখ্যা বাড়লেও শ্রমিকের জীবনমানের প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হলেও অন্য খাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। ১৩১ বছরেও আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসের আদর্শ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি বাংলাদেশে।

গার্মেন্টসসহ সব খাতে কর্মরত শ্রমিকদের দৈনিক গড়ে ১০ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। সড়ক পরিবহন খাতের শ্রমিকরা টানা ২৪ ঘণ্টাও কাজ করে। নিরাপত্তারক্ষীর কাজে নিয়োজিতদের কাজ করতে হয় ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা। বড় বড় করপোরেট হাউজে ১০ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এছাড়া শ্রমিকদের ওভারটাইম করতে বাধ্য করা, সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল, ট্রেড ইউনিয়নে নিরুৎসাহিত করা, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ নানাবিধ অগণতান্ত্রিক আচরণও করা হয়।

নেই শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, সাপ্তাহিক ছুটি, ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ

সব মনোযোগ গার্মেন্টে, অন্যখাত উপেক্ষিত

বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা নির্ধারণ করে। এই মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করার 'পর অনেক কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটরের পদ বাদ দিয়ে অপারেটর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটরের কাজ একীভূত করা হয়। একইভাবে অনেক সহকারীর পদ বাতিল করে এক ব্যক্তি দিয়ে উভয় পদের কাজ করানোর রেওয়াজ। দুই শ্রমিকের বদলে এক শ্রমিক খাটিয়ে তাকে দেয়া হয় ৫ হাজার ৩০০ টাকা মজুরি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ (বিলস) নিরাপত্তা কর্মী, পরিবহন খাত, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, রি-রোলিং মিল এবং হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের শ্রমিকদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে একটি গবেষণা করে। গবেষণার তথ্য মতে, ৫৮ শতাংশ নিরাপত্তা কর্মীর কোন নিয়োগপত্র নেই। ৮০ শতাংশ কর্মী দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। প্রায় ৫০ শতাংশ কর্মী দৈনিক ১১ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করেন। ২৪ শতাংশ কর্মী দৈনিক ১৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। ৫০ শতাংশ কর্মী কোন নিয়মিত কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন। ৬৬ শতাংশের সাপ্তাহিক ছুটি নেই এবং ৮৮ শতাংশ মে দিবসে ও স্বাভাবিক সরকারি ছুটির দিনে ৮৬ শতাংশ কাজ করেন। ৮২ শতাংশের মাসিক মজুরি দশ হাজার টাকা বা তার ওপরে। নিরাপত্তা কর্মীদের সংগঠন বা ইউনিয়ন সংশ্লিষ্টতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

পরিবহন খাতের শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র নেই। সব শ্রমিকই দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। প্রায় ৪৬ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক ১৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। ৪০ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক ১৩ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করেন। ২০ শতাংশ শ্রমিক কোন নিয়মিত কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন। ৯০ শতাংশ শ্রমিকের সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটি নেই। ৮৪ শতাংশ শ্রমিক মে দিবসে কাজ করেন। এই শ্রমিকদের ৯৪ শতাংশই চুক্তি ভিত্তিতে মজুরি আয় করেন। মাসিক মজুরি গড়ে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে। ৯২ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত।

হোটেল রেস্তোরাঁর ৯০ শতাংশ শ্রমিকের কোন নিয়োগপত্র নেই। ৯৮ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। ৪২ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক নয় থেকে ১০ ঘণ্টা কাজ করে। ৪০ শতাংশ শ্রমিক কাজ করে ১১ থেকে ১২ ঘণ্টা। ২৬ শতাংশ শ্রমিক কোন নিয়মিত

আদর্শ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

আদর্শ : বাস্তবায়িত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন। ৮৬ শতাংশ শ্রমিকের সাপ্তাহিক কিংবা সরকারি ছুটি নেই। মে দিবসেও কাজ করে ৮২ শতাংশ শ্রমিক। ৯০ শতাংশ শ্রমিকের মাসিক মজুরি সাত হাজার ৫০০ টাকা থেকে ১৭ হাজার পাঁচশত টাকার মধ্যে। ৪ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত।

রি-রোলিং কারখানার শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র নেই। ৯২ শতাশ শ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। ৩৪ শতাংশ শ্রমিক ১৩ থেকে ১৪ ঘণ্টা, ২৬ শতাংশ শ্রমিক ১১ থেকে ১২ ঘণ্টা ১৬ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক ১৫ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাজ করেন। শ্রমিকদের কোন সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটি নেই। মে দিবসেও কারখানা খোলা থাকে এবং তাদের কাজ করতে হয়। মাসিক মজুরি গড়ে ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা। ৫৪ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত।

বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা প্যাথলজি ল্যাবে কর্মরত শ্রমিকদের ৩২ শতাংশেরই নিয়োগপত্র নেই। ৪২ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। যারা আট ঘণ্টার বেশি কাজ করে তাদের মধ্যে ২৮ শতাংশ দৈনিক ১১ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করেন। ৭২ শতাংশ শ্রমিকের মে দিবসে কোন ছুটি নেই। ৫০ শতাংশ শ্রমিককে সরকারি ছুটির দিনে কাজ করতে হয়। ২২ শতাংশ শ্রমিকের সাপ্তাহিক ছুটি নেই। তাদের মাসিক মজুরি গড়ে সাত হাজার পাঁচশত টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে। এ খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠন বা ইউনিয়ন সংশ্লিষ্টতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিলস'র নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ সংবাদকে বলেন, কোন সেক্টরের ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস মানা হয় না। গার্মেন্টস সেক্টরে ২০১৩ সালে একটি মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য খাতে তা নেই। পাঁচ আট বছর পর পর অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ে। ঠিকাদারের মাধ্যমে যেসব সেক্টরে শ্রমিক নিয়োগ হয় সেই সেক্টরে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়। গার্মেন্টসে ওভারটাইমসহ কর্মঘণ্টা ১০ ঘণ্টা নির্ধারণ করা। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের কাজের চাপ বাড়িয়ে দেয়া হয়। তাদের টার্গেট বাড়িয়ে দেয় মালিক পক্ষ।

তিনি বলেন, কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে শ্রমিকদের দাবির বিপক্ষে পুলিশ অবস্থান নিচ্ছেন। শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতেও পুলিশ বাধা দিচ্ছে। লাঠিচার্জ করছে। সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে ঠিকাদার কর্তৃক শ্রমিক নিয়োগ হচ্ছে। এতে করে একজন শ্রমিকের শ্রমে দুই জন মুনাফা নিচ্ছে এবং শ্রমিকদের চাকরির নিশ্চয়তা থাকছে না। যেহেতু গার্মেন্টস খাত সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, সেজন্য ক্রেতাদের চাপে পড়ে মালিক এবং সরকার সেদিকে বেশি নজর দিয়েছে। অন্য খাতগুলো যেহেতু গার্মেন্টের মতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে না, সেজন্য সেসব খাতের শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকে নজর কম। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক জানিয়েছেন, পোশাক খাত বাদে অনান্য খাতের শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আড়াই'শ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। ওই প্রকল্পে যেসব খাত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ যেমন কেমিক্যাল, রি-রোলিং, জাহাজভাঙা এসব খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা হবে। পর্যায়ক্রমে সব খাতেই কাজ করা হবে। আমাদের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ হলো গার্মেন্টস সেক্টর। এই সেক্টর থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর গার্মেন্টসকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে শ্রমিকদের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। ২০০৯ সালে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ছিল ১ হাজার ৬০০ টাকা। যা এখন বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩০০ টাকা। প্রতিবছর এই মজুরি ৫ শতাংশ হারে বাড়ানোর আলোচনা চলছে।

জুট ও টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী সংবাদকে জানান, বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ২৪টি জুট মিল রয়েছে। সরকারের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ওইসব মিল পরিচালিত হয়। তবে অব্যবস্থাপনার কারণে এই খাত এখনও সংকটমুক্ত নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত থেকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়েছে ৩৮টি জুট মিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ মিলই বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকটা মিল ভালোই চলছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, ৮০টি টেক্সটাইল কারখানার মধ্যে মাত্র ১৪টি কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত রেখে বাকিগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন দেয়া হয়। এর মধ্যে ৮টা কারখানা সরকার হস্তান্তর করেন কারখানার শ্রমিকদের কাছে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সেই কারখানাগুলো ভালো উৎপাদনে যেতে পারেনি। এরই মধ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন চারশ টেক্সটাইল কারখনা গড়ে উঠেছে। সেখানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ নেই। মজুরিও মানসম্মত নয়। ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ জানান, সম্প্রতি সাভারে স্থানান্তরিত হয়েছে হাজারিবাগের ট্যানারি। সেখানে পুরোদমে সব কারখানা চালু হয়নি। যেসব কারখানা এখনও চালু হয়নি সেসব কারখানার শ্রমিকরা চাকরি হারানোর অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। যতদিন কারখানা চালু না হচ্ছে ততদিন তাদের বেকার থাকতে হচ্ছে।